International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.46-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i4.2024.46-55

ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক : ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার একটি বিকল্প গন্তব্য

অনিমেশ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বিভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
India's relations with Russia in post-cold war era have been moulded by global politics. Over past six decades India's bilateral relations with Russia have been flourished on multiple fronts. Today, Russia becomes more important nation for India because of its energy security. As per global report India is fast economic growing country. Now India is net energy importer next to China and Japan. India needs fuel security for its fast economic growth. So, India will have to find alternative energy destination to ensure of for energy security. Russia is the one of the most importance supplier of fuel to India. India and Russia have made energy cooperation through various channels. Recently, a number of agreements/MoUs were also signed Between India's Russia regarding the exploration and production of fuel in Russia. Indian oil companies had invested a big amount in the oil and gas sectors at Sakhalin, Vankorneft and Tass-Yuryakh in Russia. However, a few days ago, new Delhi and Moscow aim to establish a long-term arrangement for crude oil supplies during PM Narendra Modi's visit on July 8-9. India and Russia are natural partners for energy Collaboration. India imports 85% of its oil while Russia is one of the largest exporters. This mutually beneficial collaboration can long trust between the two nations. So, due to domestic demand and rapid economic growth, India can imported energy from Russia and both countries can enrich their bilateral relations. In this article, I have tried to show that the energy security of India why important in present world.

Keywords: global, fuel security, cooperation, long trust, bilateral.

এশিয়ার অন্যতম বৈচিত্রময় ও প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ভারত আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পেরেছে। দীর্ঘ ২০০ বছর ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকার পর ভারতের স্বাধীনতা লাভ ছিল ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত শান্তিপূর্ণ সহবস্থান নীতিতে আস্থাশীল থেকে বিশ্বশান্তি রক্ষায়, নির্জোট আন্দোলন পরিচালনায়, উপনিবেশ বাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, আণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার প্রভৃতি বিরোধিতার ক্ষেত্রে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর ও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষাতে ভারতের ভূমিকা প্রশংসনীয়। জোটনিরেপেক্ষ আন্দোলনের পুরোধা ভারত স্বাধীনোত্তর পর্বে ঠাণ্ডা লড়াই আবহে বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও ভারতের বিদেশনীতি অনেকাংশে সাবেক সোভিয়েত ঘেঁষা ছিল বলে মনে করা হয়। বস্তুত ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এর রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিন ভারতবর্ষকে ইঙ্গ মার্কিন শক্তিজোটের অনুগামী রাষ্ট্ররূপেই মনে করেন এবং ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের জোট নিরপেক্ষ বৈদিশিক নীতির কারণে ভারতের প্রতি সোভিয়েত নীতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। অবশেষে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর 1955 সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু সোভিয়েত সফরে যান। পরে মনেলে বুলগানিন এবং সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ ভারত সফরে আসেন এবং ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় হতে থাকে। অতঃপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর বিতর্ককে কেন্দ্র করে সোভিয়েত সমর্থন, ভারতের অর্থনীতি উন্নয়নে সোভিয়েত ইউনিয়েনের এর ভারী শিল্প গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি, গোয়া, দমন ও দিউতে পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের অন্তর্ভূক্তি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সমর্থন ভারত সোভিয়েত সম্পর্ক ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে।[১]

1962 সালে হিন্দি চিনি ভাই ভাই এই বন্ধুত্ব এর আবহে অতর্কিতে চীনের ভারত আক্রমণ এবং 1965 সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষের পর ভারত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ এর ব্যাপারে সোভিয়েত সহায়তা লাভ করতে সমর্থ হয়। তারপর থেকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে সামরিক সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে। আজও ভারত সামরিক অস্ত্রের শতকরা 70 ভাগ অস্ত্র আমদানী করে রাশিয়া থেকে। যা দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বকে দৃঢ় করেছে। অতঃপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এর আগে 1971 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে ২০ বৎসরের শান্তিচুক্তি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা সংক্রান্ত (Treaty of Peace, Friendship and co-operation) এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা আবারও বন্ধুত্বের ভিত্তি দৃঢ় করে। 1973 সালে নভেম্বরে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্রেইনেভ ভারত সফরে আসেন এবং দুই দেশের মধ্যে 15 বৎসর মেয়াদি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শুধু তাই নয়, 1975 খ্রিস্টাব্দে ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে সোভিয়েত সংবাদপত্র সমর্থন করে এবংত

ইন্দিরা গান্ধি সরকারের সাথে সোভিয়েতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভিলাই ও বোকারোর মত ইস্পাত কারখানা সোভিয়েত সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সহযোগিতা সোভিয়েত সাহায্যে গড়ে উঠেছে। 1975 সালে এপ্রিল মাসে সোভিয়েত সহায়তায় ভারত আর্যভট্ট নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপনে সাফল্য লাভ করে।[২]

ভারত সোভিয়েত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব জাতীয় স্বার্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক মতবাদের উপর নয়। ভারতে জনতা সরকার স্থাপিত হওয়ার পরেও ভারত সোভিয়েত দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্ব বজায় থাকে। যদিও কাম্প্রচিয়া সমস্যা, আফগান সমস্যা নিয়ে ভারত যে নীতি অবলম্বন করে তা সোভিয়েত নীতির বিরুদ্ধে যায়। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধি ক্ষমতায় এসে আফগান সমস্যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে ভারত সোভিয়েত দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্ব ও নীতি খুব কাছাকাছি থাকে। ইন্দিরার গান্ধির মৃত্যুর পর ভারত সোভিয়েত সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। বস্তুত 1991 সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পরও ভারত সোভিয়েত সম্পর্ক অটুট থেকেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও এর রাশিয়া সফর ও মস্কো ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর কিংবা দেবগৌড়ার রাশিয়া সফরে উভয় দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব (strategic Partnership) দৃঢ় করার সংকল্প ঘোষণা দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করে তোলে। বস্তুত ঠাণ্ডা লড়াই এর সময় বিশ্বে ভারত ও সোভিয়েত সম্পর্ক আরও বেশী আস্থাবর্ধক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। তাই বাজপেয়ী থেকে মনমোহন সিং কিংবা বর্তমান নরেন্দ্র মোদী সরকার, ভারত রাশিয়া উভয়দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। এমনকি রাশিয়া জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের ন্যায্য দাবির ওপর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে।[৩]

ভারত ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় দীর্ঘ 70 বছর ধরে উভয়দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেনি। কৌটিল্যের বিদেশনীতি অনুসারে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের (চিন) প্রতিবেশী বন্ধু হয়, সুতরাং ভারত রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব ঐতিহাসিক অনিবার্যতা, আর এই সূত্রেই ভারত তার আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে ও শিল্পের অগ্রগতিতে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ বর্তমানে ভারত দ্রুত অর্থ নৈতিক শক্তি হিসাবে বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে হলে শক্তি (Energy) সঞ্চয় তথা জ্বালানীর যোগান আবশ্যিক। ভারতে জ্বালানীর অধিকাংশই কয়লা অভ্যন্তরে উৎপাদিত হলে খনিজ তেলের ব্যাপারে ভারতকে বিদেশী জোগানের উপর অনেকেখানি নির্ভর করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে ভারতের বিদেশনীতিতে জ্বালানী বা শক্তি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত হলো পৃথিবীর মধ্যে খনিজ তেল ব্যবহারকারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ স্থান এবং এশিয়ার মধ্যে তৃতীয়। স্বাভাবিক ভাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করতে মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলি ছাড়া রাশিয়া অন্যতম তৈল আমদানী কারক দেশ হিসাবে ভারতের

কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 1991 সালের পর ভারত নতুন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করার জন্যে ভারতে জ্বালানীর ব্যবহার বেড়ে যায়, যা আভ্যন্তরীণ শক্তির উৎসগুলি থেকে মেটানো সম্ভব না হওয়ায় ভারতকে মধ্যপ্রাচ্য এর দেশগুলির পাশাপাশি রাশিয়া, আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান প্রভৃতি তৈল উৎপাদনকারী দেশের সঙ্গে ভারত চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

বিগত কয়েক বছর ভারত জ্বালানী তেলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির ওপর। ভারতের তেলের অন্যতম প্রধান যোগানদার ছিল ইরান। ভারতের মোট আমদানিকৃত তেলের ১০ শতাংশ আসে ইরান থেকে, কিন্তু মধ্যপ্রাচোর দেশগুলির উপর অতি নির্ভরতা যাতে ভবিষ্যতে সংকট ডেকে না আনতে পারে, তার জন্যে ভারত অন্য কয়েকটি তেল উৎপাদনকারী দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত ভারতের তেল সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক নীতিগুলি হল- প্রথমতঃ সরকারি ক্ষেত্রের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী সংস্থাসমূহকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং জ্বালানীর যোগানকে সুনিশ্চিত করা, দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে তেল যোগানের যে ধারাগুলি টিকে আছে সেগুলি বজায় রাখা। তৃতীয়তঃ জ্বালানী সংকট মোকাবিলা করার জন্যে তেলের বিকল্প এবং নতুন উৎসের সন্ধান করা, চতুর্থতঃ ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানী ক্ষেত্রে ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলা। যাইহোক বিশ্বের মোট জ্বালানীর ৪০% হল প্রাকৃতিক তেল. কিন্তু ভারত তৈল উৎপাদনে স্বনির্ভর না হওয়ায় বিদেশ থেকে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে তৈল আমদানী করতে হচ্ছে। বস্তুত ১৯৯০ এর দশকের শেষ ভাগ থেকে কাস্পিয়ান সি অঞ্চল ও রাশিয়া হয়ে উঠেছে তৈল উত্তোলনের নতুন কেন্দ্র। ভারত পুরনো বন্ধু রাশিয়া থেকে তৈল আমদানী করতে আগ্রহ দেখালে রাশিয়া ইতিবাচক পদক্ষেপ করে। বর্তমানে ভারত রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈল আমদানীকারী দেশ। ক্রমবর্দ্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা ভারতকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে রাশিয়া থেকেও তৈল আমদানী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ভারত প্রতিদিন আমদানীকৃত জ্বালানীর জন্যে ১,৮৪০ কোটি টাকার চেক লেখে 2023 -2028 সালে আমদানীকৃত তেলের জন্যে ভারতকে প্রদান করতে হয়েছে ৯.৭ লাখ কোটি টাকা.

ভারতে যে সব রাজ্যে খনিজ তেল সঞ্চিত আছে তার আনুমানিক পরিমাণ ৭৫৭.৪৪ মিলিয়ন টন। মূলত আসাম (২৮%), পশ্চিমবঙ্গ (৪৪%), রাজস্থান (১০%) এবং গুজরাট (২৮%) অন্যতম খনিজ তেল উৎপাদক রাজ্য। কিন্তু ভারত মোট চাহিদার অতি নগণ্য অংশই উৎপাদন করতে সক্ষম। International Energy Agency কর্তৃক প্রকাশিত ‘The world Energy Out Box’ এর তথ্যে বলা হয় ২০২৫ সাল নাগাদ জ্বালানী বিশেষত তেল আমদানির হার হবে ৯২.৩ শতাংশ. [৪] এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কাছে জ্বালানী আমদানীর অন্যতম বৃহৎ সহায়ক দেশ হলো রাশিয়া। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার তেল কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ছিল আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অত্যন্ত সস্তায় ভারত তেল কিনতে থাকে রাশিয়ার থেকে। বস্তুত ওপেক জোট দেশগুলির থেকে রাশিয়ার তেলের

দাম অনেকটাই কম থাকায় ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানী করতে বাধ্য হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভারত ১৫৭.৫ বিলিয়ন ডলারের অপরিশোধিত জ্বালানী তেল কিনেছিল রাশিয়া থেকে। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সেই পরিমাণ কিছুটা কমে গেলেও রাশিয়া থেকে ভারত গত অর্থবর্ষে ১৩২.৪ বিলিয়ন ডলারের অপরিশোধিত জ্বালানী তেল আমদানি করেছে। মূলত ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কম দামে তেল রপ্তানীর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভারত রাশিয়া থেকে তেলের আমদানী বৃদ্ধি করেছে। রাশিয়ার থেকে জ্বালানী তেল কেনার জন্যে ভারত প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছে.

ভারত বর্তমানে বিশ্বে অন্যতম আর্থিক শক্তি। শিল্পায়ন ও বাজার অর্থনীতির কারণে ভারতে জ্বালানীর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় তেল, কূটনীতির মাধ্যমে ভারত তার পুরনো বন্ধু রাশিয়ার থেকে তেল আমদানী করছে। যদিও ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানী নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিল আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সেই সঙ্গে ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবার আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'ইউক্রেনীয়রা রুশ আগ্রাসনের শিকার হচ্ছেন, আর সেই সুযোগে রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় তেল কিনতে পারছে ভারত। তবে রাশিয়া থেকে তেল আমদানীর বিষয়ে মার্কিন-ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ভারত যে একমত নয় তা ব্যাখ্যা করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানিয়ে দেন, আমদানি রপ্তানি কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ভারত তার জাতীয় স্বার্থ আনুযায়ী কারও কাছ থেকে জ্বালানী কিনতেই পারে, তাছাড়া ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত রাশিয়া থেকে যে পরিমাণ তেল আমদানি করেছে তার কয়েক গুণ বেশী তেল কিনেছে ইউরোপের দেশগুলি। সুতরাং ভারতের প্রতি এই আপত্তি অর্থহীন। কূটনৈতিক মহলের মতে, বিদেশনীতির ক্ষেত্রে স্পর্বদা রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দেয় ভারত। তেল আমদানির ইস্যুতে সেই নীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি। বস্তুত ক্রমবর্দ্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা মোকাবিলা করতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি অতি নির্ভরতা ভারত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলি যে পরিমাণ তেল রাশিয়া থেকে আমদানি করে তার এক ষষ্ঠাংশ আমদানি করে ভারত। সুতরাং ভারতীয় বিদেশনীতি ইউক্রেনীয়দের সমস্যাকে সহানুভূতির সঙ্গে স্বীকার করলেও কখনই তা তেল কূটনীতির সংগে আপোস করবেনা। বিশ্বে উদীয়মান আর্থিক শক্তি হিসাবে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানির প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।[৫]

সাম্প্রতিককালে জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে অধিকাংশ সীসা বিহীন তৈল পাওয়া যায় বলে, যা ইঞ্জিনের কম ক্ষতি করে সেই কারণে জ্বালানী বাণিজ্যে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু রাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য ভারতের কাছে অন্যতম বড় সমস্যা। মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানীকারী দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, ইরান, আরব আমিরশাহী, কাতার, বাহারিন, ওমান প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। মূলত বহু বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের

দেশগুলির মধ্যে ভারতে তেলের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক ছিল ইরাক ও সৌদি আরব কিন্তু সেই প্রবণতায় ছেদ পড়েছে ২০২২ সাল থেকে। ধাপেধাপে রুশ তেলের আমদানি বাড়ায় ভারত। বিগত দুই বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতকে তেল বিক্রির ক্ষেত্রে ইরাকও সৌদি আরবকে টপকে গিয়েছে রাশিয়া। বস্তুত ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি দ্বিগুণ এর কাছাকাছি হয়ে যায়। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে তেল সংকট শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে গভীর সমাস্যা সৃষ্টি করে। অধিকাংশ দেশ রাশিয়া থেকে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা কারণে তেল আমদানী বন্ধ করে দেওয়ায় ওপেকভুক্ত দেশগুলি তেলের দাম বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে বিদেশী জোগান বজায় রাখতে ভারতকে কমদামে তেল রপ্তানির প্রস্তাব দেয় রাশিয়া।[৬] ভারত যুদ্ বিদ্ধস্ত রাশিয়ার প্রস্তাবে তেল আমদানি করতে থাকে। বস্তুত আধুনিক তৈল নির্ভর সভ্যতায় আর্থিক প্রগতি অব্যাহত রাখতে শক্তি সঞ্চয় তথা জ্বালানি অন্যতম অপরিহার্য্য উপাদান তা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৭১.৪%ই আমদানীকৃত অপরিশোধিত তেল দ্বারা হয়। ভারতে অপরিশোধিত খনিজ তেলের মজুত ভাণ্ডারের পরিমাণ হল ৫,৯১৯ বিলিয়ন ব্যারেল, যা ২০.৭ বছর পর্যন্ত চলবে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আগামী বছর (২০২৫) ভারতের জ্বালানির ২৫% আসবে খনিজ তেল থেকে যা অধিকাংশ বৈদিশিক আমদানির উপর নির্ভরশীল। সম্প্রতি ভর্টেক্সা (VORTEXA) নামক একটি সমীক্ষক সংস্থার রিপোর্টএ বলা হয়েছে, ২০২২ সালে নভেম্বর এ থেকে ৯,০৯,৪০৩ ব্যারেল তেল প্রতিদিন ভারত রাশিয়া থেকে আমদানি করেছে অথচ একই সময়ে ইরাক থেকে দৈনিক তেল আমদানির পরিমাণ ছিল ৮,৬১,৪৬১ ব্যারেল এবং সৌদি আরব থেকে তেল আমদানির পরিমাণ ছিল ৫,৭০,৯২২ ব্যারেল। অথচ ২০২২ সালের আগে রাশিয়া থেকে দিনে মাত্র ৩৬,২৫৫ ব্যারেল তেল আমদানি করতো ভারত। অর্থাৎ ইরাকও সৌদি আরব থেকে তেল দৈনিক গড়ে ৯-১০ ব্যারেল ভারতে আসতো। সেখানে ২০২৩ সাল থেকে রাশিয়া হতে ভারতে অপেক্ষাকৃত সস্তা তেলের যোগান প্রায় ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ভারত কেন রাশিয়া থেকে তেল কিনছে, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, তবে ভারত সরকারের বক্তব্য দেশবাসীর স্বার্থে ভারত যে কোন দেশ থেকে তেল আমদানি করতেই পারে। ভারতে সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাপচারিতায় জ্বালানি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বস্তুত ইউরোপের দেশগুলিতে রুশ তেলের জোগান তলানিতে ঠেকেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-ই হল রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অপরিশোধিত তেলের ক্রেতা।

ভারতের বিদেশনীতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, সেই ঠান্ডা যুদ্ধের এক দশক পর থেকে ভারতের বৈদেশিক নীতি ছিল প্রধানত সোভিয়েত ঘেঁষা। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পতনের পর সোভিয়েতের উত্তরাধিকার রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে ভারত, ও রাশিয়া পরস্পরের প্রতি আস্থা রেখেছে। ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। সুতরাং জ্বালানি বিষয়টি এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ, "তেল শিল্প সূত্রের খবর,

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারতে তেল রফতানিকারী দেশদের মধ্যে শীর্ষ স্থান দখলে রেখেছে রাশিয়া”। ফলে পশ্চিম এশিয়া ও তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর সংগঠন ওপেক এর উপর কমেছে ভারতের নির্ভরতা। বস্তুত আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় ৮৫%, তেলই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় ভারতকে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারির আগে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল সংস্থাগুলি যথা ও এন জি সি, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম, ভারত পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি সংস্থা রাশিয়া থেকে চাহিদার মাত্র ০.২%, তেল কিনত, কিন্তু রাশিয়া ওপেকের থেকে কম দামে তেল রপ্তানি করলে ভারত সেই সুযোগ নেয়। সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারত দিনে ৪৭ লক্ষ ব্যারেল তেল বিদেশ থেকে আমদানি করেছে, যার ৩৫% এসেছে বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়া থেকে। ভারত, মস্কোর সঙ্গে কাজাকাস্থান, আজারবাইজান এবং স্বাধীন কমন ওয়েল্স দেশসহ তেল আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৯%। সুতরাং বিগত অর্থবর্ষে প্রতিদিন ভারতে এসেছে ১৬.৫ লক্ষ ব্যারেল রাশিয়ার তেল। অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি থেকে ২০২৩- ২০২৪ সালে ভারতের তেল আমদানি ৫৫% থেকে কমে ৪০% দাঁড়িয়েছে।[৭]

ভারত এশিয়ার উন্নয়নশীল রাষ্ট্র যার অর্থনীতি অনেকাংশে বৈদিশিক রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। ভারত যেসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে তার মধ্যে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য অন্যতম, ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পরে (Feb, 2022) বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের ব্যারেল পৌঁছেছিল ১৪০ ডলারের কাছে। মূলত যুদ্ধের অর্থ জোগাড়ের জন্যে কমদামে তেল বিক্রি শুরু করে রাশিয়া। বিগত ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে দিনে ৪ লক্ষ ব্যারেল পর্যন্ত তেল কিনতে রাশিয়ার সরকারী সংস্থা রসনেক্টের সঙ্গে কথা বলে ভারতীয় সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম এবং কিছু বেসরকারি ভারতীয় কোম্পানী, ভারতের বাজারের পাশাপাশি বিদেশের বাজারে খনিজ তেল থেকে প্রস্তুত করা দ্রব্যের চাহিদা থাকায় দেশের রপ্তানি শিল্প সমৃদ্ধ হতে পারে। তাছাড়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন দীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমী অর্থব্যবস্থার বিকল্প লেনদেন হিসাবে রাশিয়ান রুবেলকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে ভারত রাশিয়ার অন্যতম গন্তব্য হতে পারে। সুতরাং তেলের জোগান দেশের মধ্যে অপ্রতুল হলে অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়বে। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রাশিয়া থেকে তেল আমদানি নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলি আপত্তি জানালেও ভারত সরকার যুক্তি দিচ্ছে, যেহেতু ইউরোপের বহু দেশ এখনও রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানি করে যাচ্ছে। তাই ভারতের সমালোচনা অর্থহীন। বস্তুত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা না মেনে ভারতকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আর্থিক পরিস্থিতির কারণে। প্রথমত ভারত তেলের একটা নিজস্ব স্ট্যাটেজিক রিজার্ভ গড়ে তুলতে চায়। দ্বিতীয়ত কোভিড মহামারিতে অর্থনীতির দশা বেহাল হয়েছে। অর্থনীতির হাল ফেরাতে ভারতের এই পদক্ষেপ রাশিয়া ভারত সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারত বরাবর আন্তর্জাতিক দায় দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক ন্যায় নীতির প্রশ্নে ভারত কিন্তু বরাবর সেই নিষেধাজ্ঞা গুলো মেনে এসেছে। যেগুলো জাতিসংঘ

অনুমোদন করেছে- যাকে বলে কম্পালসারি বা বাধ্যতামূলক স্যাংশন। কিন্তু একটি দেশ বা জোট যদি কোনও নিষেধাজ্ঞা দেয় ভারতের সেটা মানার কোন দায় থাকতে পারে না। রাশিয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ভারতের এই পদক্ষেপ দেশে ডলারের যে সাশ্রয় হবে তা বলা যায়। সুতরাং রাশিয়া থেকে পাওয়া ক্রুর ওয়েল কিছুটা হলেও ভারতীয় অর্থনীতিকে স্বস্তি দেবে তা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের পরে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অপরিশোধিত তেলের গ্রাহক। এই অপরিশোধিত তেলের জোগান যাতে ব্যহত না হয়, সেইজন্যে ভারত সর্বদা রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। এদিকে পশ্চিম এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে ইতিমধ্যে অপরিশোধিত তেলের ব্যারেল তথা জ্বালানির দাম উর্দ্ধমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওমান ও ইরানের মধ্যে সরু সমুদ্র প্রণালী হরমুজ, ইরান যদি আটকে দেয় ভারতের মতো তেল আমদানিকারী দেশগুলি সংকটে পড়বে, কারণ বিশ্বের অরিশোধিত তেলও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এল.এন.জি) আমদানি ও রপ্তানি প্রায় ২০% হয় হরমুজ প্রণালী দ্বারা। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য ইজরায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যে সংঘাত ভারতের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ ও সুবিধাজনক জ্বালানী সরবরাহকারী দেশ হল রাশিয়া।[৮]

ভারতের সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও উন্নত করার লক্ষ্যে দুদিনের মস্কো সফর করেন। মোদীকে স্বাগত জানান রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মেন্টুরভ (Denis Manturov)। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সিদ্ধান্তের পাশাপাশি মোদী সফরের প্রথম দিনেই রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে আমেরিকার পরোয়া না করেই পুতিনের প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে বিগত পঁচিশ বছরে বাইশবার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছে।[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের পর এটাই মোদির প্রথম রাশিয়া সফর। কিন্তু এই প্রথম সফরটিতে একদিকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছে অন্যদিকে পুরনো জোট নিরপেক্ষতরে স্মৃতিকে তুলে আনলেন বলেই মনে করছে কূটনৈতিক শিবির। যাইহোক রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের সময় ভারত কোনও দিনই রাশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেনি বরং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের- আবেদন জানিয়েছে। এমনকি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথাও বলেছিলেন মোদী। কিন্তু চলতি মাসে মোদীর (৮ এবং ৯ জুলাই, ২০২৪) দুদিনের মস্কো সফর দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করবে। বস্তুত বর্তমান বিশ্বে ভারতের অন্যতম সহযোগী রাস্ট্র হিসাবে রাশিয়ার অবদান অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতার পর ভারতের জাতীয় শক্তিবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব যেভাবে স্থায়ী হচ্ছে তার জন্য রাশিয়ার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তাই পশ্চিমী বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শুধুমাত্র জাতীয় স্বার্থের কারণে ভারত রাশিয়া থেকে তেল অমদানি করতে সাহস দেখিয়েছে। ভারত রাশিয়ার এই মৈত্রী ভারতবাসীকে বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

প্রশ্ন হলো ভারত কেন আকস্মিক ভাবে রাশিয়া থেকে তৈল আমদানি বাড়িয়ে দিল। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে ভারত তার আভ্যন্তরীণ চাহিদার মাত্র ২ শতাংশ রাশিয়া থেকে আমদানি করলেও ২০২২ এর নভেম্বরে আমদানি ২৩% পৌঁছায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের মতে, ওপেকভুক্ত দেশগুলি যে কোন সময় ব্যারেল প্রতি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে যা কোভিড পরবর্তী ভারতীয়-অর্থনীতি সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। তাছাড়া উপসাগরীয় দেশগুলি আরব ইজরায়েল সংঘাতকে কেন্দ্র করে তেলকে কৌশলগত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহরে করলে ভূরাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এড়াতে ভারত উপসাগরীয় অঞ্চলের উপর তেল নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করেছ। সেই সঙ্গে অস্থিতিশীল হরমুজ প্রণালী বিশ্বের এল এন জি আমদনি রফতানি ২০% হয় হরমুজ দিয়ে এবং উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ধর্মীয় কারণে পাকিস্থানের নৈকট নয়াদিল্লির উদ্বেগের কারণ এই প্রেক্ষাপটে ভারত সর্বদা বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে সখ্যতা ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতও রাশিয়া দুই দেশের মধ্যে শক্তি সহযোগিতা বাড়াতে ভ্লাদি ভোস্তক-চেন্নাই" শক্তি করিডোর চালু-হয়েছে সুতরাং বিশ্ববাজারে তেল রপ্তানির জন্য পশ্চিমী দেশগুলি বিশেষ করে আমেরিকা রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম নিরাপদ গন্তব্য এবং জালানির সরবারহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য দেশ হলো রশিয়া। বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দিকে ধাবিত ভারতের দায়িত্ব হলো তেল কূটনীতির মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করা এবং রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

উপসংহার: আধুনিক সভ্যতায় জালানি সংকট খাদ্য সংকটের মতোই এক ভায়াবহ সমস্যা। বর্তমান বিশ্বে যে দেশ জ্বালানিতে স্বয়ং সমূহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই দেশ সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। সবাই জানে, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে ভারতকে ৮৫% তেল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আন্তর্জতিক বাজারে ক্রমবর্দ্ধমান অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি এবং জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধি এই দুই এর প্রভাবে ভারত সরকার জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে চলতে শুরু করায় ভারতে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও শিল্পায়ণ ঘটেছে। ফলে জ্বালানির উপর নির্ভরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তরল সোনা সবদেশে মজুদ নেই। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও তেলের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের অবস্থায় নেই। এই অবস্থায় ভারতের মিত্র রাশিয়া সস্তায় ভারতে তেল রপ্তানি করেছে যা দুই দেশের মধ্যে আর্থিক বৃদ্ধি সহায়ক হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের ‘দ্য ওয়াল্ড পপুলেশন প্রসপেক্ট ২০২৪’ রিপোর্টে বলা হয়েছে আগামী কয়েক দশকে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশে পরিণত হবে।[১০] সুতরাং ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে নয়াদিল্লীর প্রয়োজন মস্কোকে, যাতে রাশিয়া থেকে জ্বালানি বিষয়টি সুনিশ্চিত হতে পারে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জ কথিত রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। প্রায় আড়াই বছর (শুরু ফেব্রুয়ারি ২০২২) ধরে চলা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জে একবারও মস্কোর বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি নয়া দিল্লি। সুতরাং ভারত এর আর্থিক উন্নয়নে রাশিয়ার সহযোগিতা একান্ত জরুরী তবে জ্বালানি সংকট দূর

করার জন্যে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলো পরস্পরের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং পাশাপাশি বিকল্প শক্তির উৎসের দিকে নজর দিতে হবে

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, গৌরীপদ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৪১৮-৪১৯।
২. জোহারী, জে সি, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিকস্ শোনলাল অ্যান্ড কোং, জলন্ধর, 2006 Page no. 683-685।
৩. Dutta, V. P, India's Foreign Policy Cince Inde pendence National Book Trust, India Page 169-178
4. B.P. Statistical Review of World Energy-2022, Page-11
৮. আনন্দবাজার পত্রিকা 7.12.2022 কলকাতা।
6. আনন্দ বায়ার পত্রিকা 12.12.2022 শিলিগুড়ি।
7. আনন্দবাজার পত্রিকা 21.04.2024 কলকাতা।
8. আনন্দবাজার পত্রিকা 26.04.2024 কলকাতা।
9. Ministry of External Attairs, Government of India Report, 2024
10. ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোট, 2024।